দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 03 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৩ — ৭

রাজধানীতে মানসম্পন্ন ১১ স্কুল ও ৬টি কলেজ হচ্ছে

ফারুক হোসাইন : রাজধানীতে মানসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ১১টি মাধ্যমিক স্কুল ও ৬টি কলেজ স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ। এই প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে এই প্রকল্পের প্রথমটি বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি কলেজ। স্বাধীনতার পর এই প্রথম ঢাকা মহানগরীতে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হলো বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে ঢাকায় ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও ১১টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এর প্রতিটি স্কুল-কলেজ ১৯৭১ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ঢাকা মহানগরীর বর্ধিত এলাকায় মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও আধুনিক শিক্ষা পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। জুলাই ২০১০ সালে ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে দ্রুত গতিতে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেয়। প্রকল্পের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি কলেজের নির্মাণ কাজ শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি কলেজের ভবন উদ্বোধন করেছিলেন।

প্রকল্প ব্যয় ২৩০ কোটি টাকা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানানো হয়, স্বাধীনতার পরে এই প্রথম ঢাকা মহানগরীতে সরকারি ভাবে প্রতিষ্ঠিত ১১টি স্কুল ও ৬টি কলেজ হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: ধানমন্ডিবাগে শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর কমার্শিয়াল এলাকায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পল্লবীতে দুয়ারীপাড়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উত্তরায় শেখ রাসেল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাফরুলে ভাষানটেক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মিরপুরে চাকসুরালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উত্তরায় উত্তরবান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুরে জুরাইন শেখ কামাল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বড় মগবাজারে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কামরাঙ্গীরচরে শেখ কামাল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কলেজ ৬টি হলো- ধানমন্ডিবাগে বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়, পল্লবীতে দুয়ারীপাড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়, উত্তরায় বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়, সূত্রাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়, কাফরুলে ভাষানটেক সরকারি মহাবিদ্যালয় ও মোহাম্মদপুরে ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয়। এর মধ্যে ৫টি স্কুল ও ৪টি কলেজের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে ৭০ শতাংশ বা তার অধিক সম্পন্ন হয়েছে বলে জানানো হয়। তবে বড় মগবাজার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সূত্রাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের জমি সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে। বাকিগুলোর কাজ এগিয়ে চলছে। প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে রয়েছেন মানিক চন্দ্র দে।

প্রকল্পের আওতাধীন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে এক একর করে জমির ওপর ৬ তলা ভিতের ৪ তলা ভবনের স্কুলের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে- চার কোটি ৬১ লাখ ৬৩ হাজার টাকা। আর প্রতিটি কলেজ নির্মাণে ব্যয় হবে চার কোটি ৬৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। স্কুলগুলোতে প্রতি শিফটে ৫০০ করে ১ হাজার জন শিক্ষার্থী এবং কলেজগুলোতে ৫০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে। প্রতিটি স্কুল-কলেজে সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, শিক্ষা উপকরণ, পাঠাগার, খেলাধুলার সামগ্রী থাকবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে স্কুল-কলেজগুলোতে আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জামাদি যেমন- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্টারঅ্যাক্টিভ টাচ বোর্ড ইত্যাদি থাকবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে প্রশস্ত খেলার মাঠ থাকছে।

এই প্রকল্পেরই প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয় গতকাল (সোমবার) উদ্বোধন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ হাজারীবাগে শিক্ষার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই কলেজের নবনির্মিত ভবন ও শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান এমপি, ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষাসচিব এসএম গোলাম ফারুক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ হিল আজাদ, ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মানিক চন্দ্র দে প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের গত সাড়ে চার বছরে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে গুণগত অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে। পুরো শিক্ষাখাতে ফিরে এসেছে শৃঙ্খলা। এখন প্রতিবছর ১ জানুয়ারি বিনামূল্যে বই প্রদান করা, ক্লাস শুরু, ১ জুলাই একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু, ১ নভেম্বর জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা, ১ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা, ১ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু, ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ এক একটি কঠিন কাজে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ১৮ বছরের পুরানো শিক্ষাক্রম যুগোপযোগীকরণ, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা, সর্বস্তরে আইটির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ অনেক কাজ করা হয়েছে।